রোড সেফটি ফাউন্ডেশন

ফেব্রুয়ারি-২০২৩

সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবেদন

ফেব্রুয়ারি মাসে দেশে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে **৪৩৯**টি। নিহত **৪৮৭** জন এবং আহত **৭১২** জন। নিহতের মধ্যে নারী **৫৪**, শিশু **৬৮**। **১৮৩** টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত **১৯৬** জন, যা মোট নিহতের **৪০.২৪** শতাংশ। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার হার **৪১.৬৮** শতাংশ। দুর্ঘটনায় **১০৮** জন পথচারী নিহত হয়েছে, যা মোট নিহতের **২২.১৭** শতাংশ। যানবাহনের চালক ও সহকারী নিহত হয়েছেন **৭২** জন, অর্থাৎ **১৪.৭৮** শতাংশ।

এই সময়ে **৯**টি নৌ-দুর্ঘটনায় **১৬** জন নিহত, **৭** জন আহত হয়েছে। **১৭**টি রেলপথ দুর্ঘটনায় **১৪** জন নিহত এবং **৫** জন আহত ও ৩০ হাজার লিটার জ্বালানী তেল নষ্ট হয়েছে।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশন ৯ টি জাতীয় দৈনিক, **৭** টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে।

দুর্ঘটনায় যানবাহনভিত্তিক নিহতের চিত্রঃ

দুর্ঘটনায় যানবাহনভিত্তিক নিহতের পরিসংখ্যানে দেখা যায়- মোটরসাইকেল চালক ও আরোহী **১৯৬** জন **(৪০.২৪%)**, বাস যাত্রী **২১** জন **(৪.৩১%)**, ট্রাক-কাভার্ডভ্যান-পিকআপ-ট্রলি আরোহী **২২** জন **(৪.৫১%)**, মাইক্রোবাস-প্রাইভেটকার-অ্যাম্বুলেন্স যাত্রী **১৬** জন **(৩.২৮%)**, থ্রি-হুইলার যাত্রী (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান-ম্যাক্সি-টেম্পু) **১০১** জন **(২০.৭৩%)**, স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহনের যাত্রী (নসিমন-ভটভটি-মাহিন্দ্র-টমটম-পাওয়ারটিলার-ইট ভাঙ্গার মেশিন গাড়ি) **১৮** জন **(৩.৬৯%)** এবং বাইসাইকেল আরোহী **৫** জন **(১.০২%)** নিহত হয়েছে।

দুর্ঘটনা সংঘটিত সড়কের ধরনঃ

রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ বলছে, দুর্ঘটনাগুলোর মধ্যে **১৬৮**টি **(৩৮.২৬%)** জাতীয় মহাসড়কে, **১৭৭**টি **(৪০.৩১%)** আঞ্চলিক সড়কে, **৬১**টি **(১৩.৮৯%)** গ্রামীণ সড়কে, **২৯**টি **(৬.৬০%)** শহরের সড়কে এবং অন্যান্য স্থানে **৪**টি **(০.৯১%)** সংঘটিত হয়েছে।

দুর্ঘটনার ধরনঃ

দুর্ঘটনাসমূহের **৬৮**টি **(১৫.৪৮%)** মুখোমুখি সংঘর্ষ, **২০১**টি **(৪৫.৭৮%)** নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে, **১১২**টি **(২৫.৫১%)** পথচারীকে চাপা/ধাক্কা দেয়া, **৪৭**টি **(১০.৭০%)** যানবাহনের পেছনে আঘাত করা এবং **১১**টি **(২.৫০%)** অন্যান্য কারণে ঘটেছে।

দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনসমূহঃ

দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনের মধ্যে- ট্রাক-কাভার্ডভ্যান-পিকআপ **২৩.৮৬%**, ট্রাক্টর-ট্রলি-লরি-ড্রামট্রাক-তেলবাহী ট্যাঙ্কার **৬.৭২%**, মাইক্রোবাস-প্রাইভেটকার-অ্যাম্বুলেন্স **৬.১৭%**, যাত্রীবাহী বাস **১৩.১৬%**, মোটরসাইকেল **২৬.২০%**, থ্রি-হুইলার (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান-ম্যাক্সি-টেম্পু) **১৬.১৮%**, স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহন (নসিমন-ভটভটি-আলমসাধু-চান্দের গাড়ি-আলগানন-টমটম-মাহিন্দ্র-পাওয়ারটিলার) **৭.১৩%** এবং বাইসাইকেল **০.৫৪%**।

দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনের সংখ্যাঃ

দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনের সংখ্যা **৭২৯** টি। (ট্রাক **১৩২**, বাস **৯৬**, কাভার্ডভ্যান **২৪**, পিকআপ **১৮**, ট্রলি **২০**, লরি **৩**, ট্রাক্টর **১৬**, ড্রাম ট্রাক **৯**, তেলের ট্যাঙ্কার **১**, মাইক্রোবাস **১৪**, প্রাইভেটকার **২৬**, অ্যাম্বুলেন্স **৫**, মোটরসাইকেল **১৯১**, থ্রি-হুইলার **১১৮** (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান-ম্যাক্সি-টেম্পু), স্থানীয়ভাবে

তৈরি যানবাহন **৫২** (নসিমন-ভটভটি-আলমসাধু-চান্দের গাড়ি-টমটম-মাহিন্দ্র-আলগানন-পটাংগাড়ি-পাওয়ারটিলার) এবং বাইসাইকেল **৪**টি।

দুর্ঘটনার সময় বিশ্লেষণ:
সময় বিশ্লেষণে দেখা যায়, দুর্ঘটনাসমূহ ঘটেছে ভোরে **৪.৭৮%**, সকালে **২৭.১০%**, দুপুরে **২৪.১৪%**, বিকালে **২০.০৪%**, সন্ধ্যায় **৬.৩৭%** এবং রাতে **১৭.৫৩%**।

দুর্ঘটনার বিভাগওয়ারী পরিসংখ্যান:

দুর্ঘটনার বিভাগওয়ারী পরিসংখ্যান বলছে, ঢাকা বিভাগে দুর্ঘটনা **২৫.৭৪%**, প্রাণহানি **২৪.৮৪%**, রাজশাহী বিভাগে দুর্ঘটনা **১৬.৬২%**, প্রাণহানি **১৯.৭১%**, চট্টগ্রাম বিভাগে দুর্ঘটনা **১৯.৮১%**, প্রাণহানি **১৮.৮৯%**, খুলনা বিভাগে দুর্ঘটনা **১০.৯৩%**, প্রাণহানি **৯.৮৫%**, বরিশাল বিভাগে দুর্ঘটনা **৫.৬৯%**, প্রাণহানি **৫.৩৩%**, সিলেট বিভাগে দুর্ঘটনা **৫.৪৬%**, প্রাণহানি **৬.৭৭%**, রংপুর বিভাগে দুর্ঘটনা **১০.৭০%**, প্রাণহানি **১০.০৬%** এবং ময়মনসিংহ বিভাগে দুর্ঘটনা **৫%**, প্রাণহানি **৪.৫১%** ঘটেছে।

ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি ঘটেছে। **১১৩**টি দুর্ঘটনায় **১২১** জন নিহত। সবচেয়ে কম ময়মনসিংহ বিভাগে। **২২**টি দুর্ঘটনায় **২২** জন নিহত হয়েছে। একক জেলা হিসেবে ঢাকায় সবচেয়ে বেশি **৩৩**টি দুর্ঘটনায় **৩৬** জনের প্রাণহানি ঘটেছে। সবচেয়ে কম মেহেরপুর জেলায়। ৩টি দুর্ঘটনা ঘটলেও কোনো প্রাণহানি ঘটেনি।

রাজধানী ঢাকায় **২৩**টি দুর্ঘটনায় **১৮** জন নিহত ও **১১** জন আহত হয়েছে।

নিহতদের পেশাগত পরিচয়:
গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, নিহতদের মধ্যে পুলিশ সদস্য **৩** জন, সেনা সদস্য **২** জন, বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-মাদরাসার শিক্ষক **১৬** জন, পদ্মা ব্রিজের চীনা প্রকৌশলী **১** জন, সাংবাদিক **৩** জন, আইনজীবী **৪** জন, কৃষি কর্মকর্তা **১** জন, বিভিন্ন ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারী **৯** জন, এনজিও কর্মকর্তা-কর্মচারী **১২** জন, ঔষধ ও বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী বিক্রয় প্রতিনিধি **২৩** জন, স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ব্যবসায়ী **২৯** জন, পোশাক শ্রমিক **৬** জন, রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শ্রমিক **১** জন, ইটভাটা শ্রমিক **৬** জন, সিরামিক **২** জন, গাছ কাটা শ্রমিক **৫** জন, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা **১৪** জন এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের **১** জন ছাত্রসহ সারা দেশের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের **৬২** জন শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণসমূহ:
১. ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন; ২. বেপরোয়া গতি; ৩. চালকদের বেপরোয়া মানসিকতা, অদক্ষতা ও শারীরিক-মানসিক অসুস্থতা; ৪. বেতন-কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট না থাকা; ৫. মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন চলাচল; ৬. তরুণ-যুবদের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানো; ৭. জনসাধারণের মধ্যে ট্রাফিক আইন না জানা ও না মানার প্রবণতা;
৮. দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা; ৯. বিআরটিএ'র সক্ষমতার ঘাটতি; ১০. গণপরিবহন খাতে চাঁদাবাজি।

সুপারিশসমূহ:
১. দক্ষ চালক তৈরির উদ্যোগ বৃদ্ধি করতে হবে; ২. চালকদের বেতন-কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট করতে হবে;
৩. বিআরটিএ'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে; ৪. পরিবহন মালিক-শ্রমিক, যাত্রী ও পথচারীদের প্রতি ট্রাফিক আইনের বাধাহীন প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে; ৫. মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন বন্ধ করে এগুলোর জন্য আলাদা পার্শ্ব রাস্তা (সার্ভিস রোড) তৈরি করতে হবে; ৬. পর্যায়ক্রমে সকল মহাসড়কে রোড ডিভাইডার নির্মাণ করতে হবে; ৭. গণপরিবহনে চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে; ৮. রেল ও নৌ-পথ সংস্কার করে সড়ক পথের উপর চাপ কমাতে হবে; ৯. টেকসই পরিবহন কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে; ১০. "সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮" বাধাহীনভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

দুর্ঘটনা পর্যালোচনা ও মন্তব্য:

ফেব্রুয়ারি মাসে প্রতিদিন গড়ে নিহত হয়েছে **১৭.৩৯** জন। দুর্ঘটনায় **১৮** থেকে **৬৫** বছর বয়সী কর্মক্ষম মানুষ নিহত হয়েছেন **৩৯৬** জন, অর্থাৎ **৮১.৩১** শতাংশ।

ট্রাক-কাভার্ডভ্যান-পিকআপসহ পণ্যবাহী দ্রুতগতির যানবাহন ও মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা বাড়ছে। মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ ড্রাইভারদের বেপরোয়া গতিতে পণ্যবাহী যানবাহন চালানো এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও যুবকদের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানোর কারণে তারা নিজেরা দুর্ঘটনায় পতিত হচ্ছে এবং অন্যান্য যানবাহনকে আক্রান্ত করছে। গণপরিবহন সহজ, সাশ্রয়ী ও উন্নত করে, যানজট কমিয়ে মোটরসাইকেল নিরুৎসাহিত করা অতীব জরুরি।

সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে **"সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮"** বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক হতে হবে। সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে মূলত সড়ক পরিবহন খাতের নৈরাজ্য ও অব্যবস্থাপনার কারণে। এই অবস্থার উন্নয়নে টেকসই গণপরিবহন কৌশল প্রণয়ন করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

স্বাক্ষরিত

(সাইদুর রহমান)
নির্বাহী পরিচালক
রোড সেফটি ফাউন্ডেশন
প্রয়োজনে: **০১৭১২ ৬৯০ ৬১৬**